بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ জানুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ০৩ সুলাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে যতক্ষণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ করো আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। **'বির্'** উন্নত মানের পুণ্য এবং সবোৎকৃষ্ট সৎকর্মকে বলা হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, পরিপূর্ণ পুণ্য তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে কুরবানী না করবে এবং সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় না করবে।

অতএব, একজন প্রকৃত মুমিন– যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে এবং পুণ্যের সেই মান অর্জনের চেষ্টা করে থাকে বা চেষ্টা করা উচিত, যা তাকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন করতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিবিধ আঙ্গিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করাকেও পুণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করাকে অনেক বড়ো পুণ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর (আল্লাহ্) বলেন, যে সম্পদ বা যে বস্তুকে তোমরা ভালোবাসো– তা যদি খোদা তা'লার পথে ব্যয় করো তাহলে এটি বড়ো পুণ্য গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিঃসন্দেহে প্রতিটি পুণ্যের প্রতিদান দিয়ে থাকেন যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে; কিন্তু মানুষ যেহেতু ধনসম্পদকে ভালোবাসে, তাই এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং প্রকৃত পুণ্য ও কুরবানীর মানদণ্ড সেই (জিনিসের) কুরবানীকে নির্ধারণ করেছেন যা তুমি পছন্দ করো। যেমনটি বলেছেন, প্রকৃত পুণ্য হলো, তুমি সেই জিনিস আল্লাহ্‌র পথে দান করো যা তুমি ভালোবাসো, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের খাতিরে তা উৎসর্গ করে দাও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে অনেক স্থানে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন, একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত নয়';** [এটি অনেক কঠিন একটি কাজ, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে]। **আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ **তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেসব বস্তুর মধ্য হতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো'।**

মহানবী (সা.)-এর যুগের সাথে যদি বর্তমান যুগের তুলনা করা হয় তাহলে এই যুগের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয়! কেননা জীবনের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নাই। সে যুগে আল্লাহ্

তা'লার পথে প্রাণ-ই বিসর্জন দিতে হতো। তিনি (আ.) বলেন, **তোমাদের মতো তাদেরও স্ত্রী-সন্তানাদি ছিল। নিজ প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন) বিসর্জন দেবার সুযোগ সন্ধান করতেন।**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, অকেজো ও ফেলনা জিনিস দান করে কোনো মানুষ পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার সংকীর্ণ। কাজেই এ বিষয়টি মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, অকেজো জিনিস দান করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারে না, কেননা (আল্লাহ্ তা'লার) সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং সবচেয়ে পছন্দের জিনিস ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়ভাজন ও স্নেহাস্পদ হবার মর্যাদা লাভ হতে পারে না। যদি কষ্ট করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল হবে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে? সাহাবীরা যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন– কিছু না করেই কি তা লাভ করেছেন? জাগতিক বিভিন্ন উপাধি লাভ করার জন্য (মানুষকে) কী পরিমাণ ব্যয় করতে হয় ও কষ্টক্লেশ সহ্য করতে হয়, তারপরে গিয়ে একটি সামান্য উপাধি লাভ করে যা দ্বারা মনের তৃপ্তি ও আন্তরিক প্রশান্তিও লাভ হতে পারে না। তাই চিন্তা করে দেখো, **'রাযিআল্লাহু আনহুম'** উপাধি যা মনের তৃপ্তি করে, অন্তরের প্রশান্তি এবং মহাসম্মানিত প্রভুর সন্তুষ্টির চিহ্ন– তা কি এত সহজেই অর্জিত হয়েছে? তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যা সত্যিকার আনন্দের কারণ তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক দুঃখকষ্ট সহ্য না করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, খোদাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। কল্যাণমণ্ডিত তারাই যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, কেননা স্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী শান্তির জ্যোতি এই সাময়িক কষ্টের পরেই মুমিনরা লাভ করে থাকেন।

আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে অনেক বেশি ভালোবাসে। এজন্যই স্বপ্নের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে লেখা আছে, কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, সে নিজ কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে– তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ধনসম্পদ। এ কারণেই সত্যিকার তাকওয়া ও ঈমান লাভের বিষয়ে বলেছেন, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তু ব্যয় না করবে। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদাচরণ ধনসম্পদের একটি বড়ো অংশ ব্যয় করার দাবি রাখে। মানুষ ও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় অংশ যা ব্যতিরেকে ঈমান সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কীভাবে অন্যের উপকার করতে পারে? (উপকার করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।) অন্যের উপকার সাধন এবং সহমর্মিতার জন্য ত্যাগস্বীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই আয়াতে لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ এই ত্যাগের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের জন্য সৌভাগ্য এবং খোদাভীতির মানদণ্ড ও মাপকাঠি। তিনি (আ.) বলেন, আবু বকর (রা.)-র জীবনে খোদা তা'লার রাস্তায় নিবেদিত হবার মান ও পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করুন। মহানবী (সা.) কোনো প্রয়োজনের (নিরিখে কুরবানী করার) কথা বললে তিনি তার বাড়ির সকল জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত হন, ঘরের সবকিছু নিয়ে উপস্থিত হন।

এরপর তিনি (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'সম্পদকে ভালোবেসো না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ অর্থাৎ তোমরা বির্ তথা সেই প্রকৃত পুণ্য ও সত্যিকার সৎকর্ম করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেই সম্পদ ব্যয় না করবে যা তোমাদের নিকট প্রিয়। যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, প্রথমত 'বির্' সেই পুণ্যকে বলা হয় যা উচ্চাঙ্গের এবং পরিপূর্ণ পুণ্য।

অতএব, এটি হলো সেই রহস্য যাকে আজ আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়তেরই ফসল যে, আজ পর্যন্ত আমরা এই কুরবানীর উন্নত মান অবলোকন করে যাচ্ছি; সেই মান যা সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর নৈকটভাজনরা আর তাঁর সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর প্রতিটি খিলাফতের যুগে আমরা এসব কুরবানী প্রত্যক্ষ করছি এবং আজ পর্যন্ত আমরা এই কুরবানীর ধারাই দেখতে পাচ্ছি। মহানবী (সা.) বহুবার আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সাহাবীরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন এবং এর ওপর অনেক বেশি আমল করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, **'মহানবী (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। প্রথমত সে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সেগুলো সে সত্যের পথে ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেকবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে (ন্যায়) মীমাংসা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।'**

অতএব, এটি সেই মান– যা মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের অর্জন করার উপদেশ দেন এবং তা অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন সদকা প্রদানের নির্দেশ দিতেন তখন আমাদের মধ্য হতে কেউ বাজারে চলে যেত, সেখানে গিয়ে গায়ে-গতরে খাটতো এবং পারিশ্রমিক হিসেবে সে এক 'মুদ' শস্য ইত্যাদি পেত; [এই 'মুদ' একটি পরিমাপের নাম যা কয়েক সের-এর সমপরিমাণ;) বা যে জিনিসই পেত– সে তা সদকা হিসেবে দিয়ে দিত। চেষ্টা এটাই হতো, মহানবী (সা.) যে তাহরীক করেছেন আমাদেরকে তাতে অংশ নিতে হবে এবং উপার্জন করে অংশগ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে, কারো কাছ থেকে নিয়ে অংশগ্রহণ করবে, বরং শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে অংশগ্রহণ করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য হতে এখন কারো কারো অবস্থা হলো, এসব কুরবানীর এতো প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দিয়েছেন যে, এখন তারা কয়েক লক্ষ দিরহামের মালিক। যারা কায়িক পরিশ্রম করে চাঁদা প্রদান করতেন তারাই এখন লাখ লাখ টাকার মালিক। এটি হলো কুরবানীর কল্যাণ। অতএব, এটিই সেই রহস্য যা মহানবী (সা.) আমাদেরকেও অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। এটিই সেই বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো আর তা থেকে ব্যয় করো যা তোমরা ভালোবাসো। রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে, মহানবী (সা.) কখনো কখনো চাঁদার আহ্বান জানালে সাহাবীরা বাড়িতে যা-ই থাকত নিয়ে আসতেন এবং সেখানে বিভিন্ন জিনিসপত্রের স্তূপ হয়ে যেত। জামা'তের প্রয়োজন পূরণের জন্য চাঁদার প্রয়োজন দেখা দেয়,

অর্থসম্পদ ও জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়ে। নবীদের (অনুসারী) জামা'ত এটি সবসময় অনুধাবন করেছে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যথাসাধ্য কুরবানী করেছেন।

আর্থিক কুরবানীর কল্যাণরাজি সম্পর্কে মহানবী (সা.) একস্থানে তাঁর শ্যালিকা হযরত আসমা (রা.)-কে এই উপদেশ দেন, **'আল্লাহ্‌র রাস্তায় গুণে গুণে ব্যয় কোরো না, নতুবা আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে গুণে গুণে দেবেন। নিজের টাকার থলের মুখ বন্ধ করে কৃপণের মতো বসে থেকো না, নয়তো সেটির মুখ বন্ধই রাখা হবে'**। তিনি (সা.) বলেন, **'সাধ্যানুযায়ী মুক্ত হস্তে ব্যয় করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখো, (তাহলে) আল্লাহ্ দিতেই থাকবেন'**। তিনি (সা.) একবার বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **'প্রতিদিন প্রভাতে দুইজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানশীল উদার ব্যক্তিকে অধিক দানে ধন্য করো এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরো (মানুষ) সৃষ্টি করো। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! (সম্পদ) কুক্ষিগত করে রাখে এমন কৃপণকে ধ্বংস করে দাও এবং তার ধনসম্পদ বিনষ্ট করে দাও'**।

যাহোক, এ রহস্য বর্তমানে আহমদীরাই জানেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং প্রতিদিনই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয়কারী, দানশীল ব্যক্তির গুরুত্ব কী?

এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, আমার কাছে কেবল যৎসামান্য অর্থ ছিল আর সেই অর্থ দিয়ে আমার ব্যাবসা করার ইচ্ছা ছিল; কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার ছিল। অবস্থা বড়োই প্রতিকূল ছিল আর আমি বুঝতে পারছিলাম না, ব্যাবসা করতে পারব কি না। আমার পিতা আমাকে বলেন, যত টাকা আছে তা তুমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দাও, আল্লাহ্ তা'লার জন্য কুরবানী করে দাও। অতএব আমি পুরোটা চাঁদা খাতে দিয়ে দেই। আর আল্লাহ্ তা'লা যে উপকরণ সৃষ্টি করেন তা হলো, এমন একটি কাজ পাই যার সুবাদে আমার কয়েকগুণ বেশি অর্থ লাভ হয় আর এরপর আমি সেই ব্যাবসা আরম্ভ করে দেই। এতে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত দান করেন যে, প্রচুর সম্পদ আসতে থাকে।

অতএব এসব অভিজ্ঞতা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী তথা তাঁর সেবকদেরকে তাদের ঈমানের উন্নতির জন্য দান করতে থাকেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে আর্থিক কুরবানীর জন্য অনেক বেশি আহ্বান করেছেন। হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন; [এটি হাদীসে কুদসী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বরাতে তিনি (সা.) বলেন,] আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও; এতে আগুন লাগারও আশঙ্কা নেই, পানিতে তলিয়ে যাবারও শঙ্কা নেই আর কোনো চোরের চুরি করারও ভয় নেই। আমার কাছে গচ্ছিত ধনভাণ্ডার আমি তোমাকে সেদিন সম্পূর্ণরূপে ফেরত প্রদান করব যেদিন তুমি এর সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে"। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যখন মানুষ কিছুই জানে না যে, তার সাথে কী ব্যবহার করা হবে, তার নিজের পুণ্য সম্পর্কে জানা থাকে না– আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সময় তোমার যেসব কুরবানী রয়েছে আমি তোমাকে সেগুলোর প্রতিদান প্রদান করব এবং এর মাধ্যমে তোমার ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এটি হলো সেই ব্যাবসা যা আল্লাহ্ তা'লা এক মুমিনের সাথে করে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, কৃপণতা এবং ঈমান এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে শুধুমাত্র সেই

সম্পদকে নিজের ধনভাণ্ডার মনে করে না যা তার সিন্দুকে জমা থাকে; বরং সে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত ধনভাণ্ডারকে নিজের ধনভাণ্ডার বলে মনে করে আর ব্যয়কুণ্ঠতা তার কাছ থেকে সেভাবে দূর হয়ে যায়, অর্থাৎ কৃপণতা এমনভাবে তার কাছ থেকে দূর হয়ে যায় যেভাবে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

এরপর তিনি বলেন, জাতির লোকদের উচিত সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই জামা'তের সেবা করা। আর্থিকভাবেও সেবা করার ক্ষেত্রে অলসতা দেখানো উচিত নয়। লক্ষ্য করে দেখো! পৃথিবীতে কোনো সংগঠন বিনা চাঁদায় চলতে পারে না। মহানবী (সা.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সহ সকল রসূলের যুগে চাঁদা একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জামা'তের লোকদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি তারা নিয়মিত এক পয়সা করেও প্রতি বছর চাঁদা প্রদান করে তাহলে অনেক কিছু হতে পারে।

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র আদর্শ কেমন ছিল– দেখুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর (আ.) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে তার আদর্শ কত অসাধারণ ছিল! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, আমি যদি অনুমতি দিতাম তাহলে তিনি সব কিছু এ পথে উৎসর্গ করে তাঁর আত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিক সাহচর্য ও সব সময় সাথে থাকার দায়িত্ব পালন করতেন।

অতঃপর তিনি (আ.) লেখেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কতক চিঠির কিছু লাইন আমি উপস্থাপন করছি। তিনি অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লেখেন, আমি আপনার জন্য নিবেদিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি পরম সততার সাথে নিবেদন করছি, আমার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি যদি ধর্মীয় প্রচারকার্যে ব্যয় হয়ে যায় তবে আমি সার্থক। যদি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ক্রেতাগণ মুদ্রণবিলম্বের কারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন, অর্থাৎ যদি ক্রেতা সংকটের কারণে অথবা তাদের অর্থ না দেবার কারণে পুস্তক প্রকাশনায় কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকে, তবে আমাকে সদয় অনুমতি দান করুন যেন আমি এই সামান্য সেবাটুকু করতে পারি। অর্থাৎ আমি এর সমুদয় মূল্য আমার নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করতে চাই এবং আয়ের পুরোটাই আপনাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত। একান্ত বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তিনি বলেন, এ আমার সৌভাগ্য বরং আমার বাসনা হলো, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার আমার ওপর ন্যস্ত করা হোক। এটি ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কুরবানীর মান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন তখন অসংখ্য দরিদ্র লোক যৎসামান্য অর্থ চাঁদা খাতে আদায় আরম্ভ করে। কেউ মুরগি নিয়ে আসে, কেউ বা মুরগির ডিম নিয়ে আসে আর বলে, আমাদের কাছে যা কিছু ছিল তা আমরা উপস্থাপন করছি। সে যুগেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দরিদ্রদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার পাশাপাশি কতিপয় প্রবীণ বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতেন।

এ প্রসঙ্গেই তিনি হযরত ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেবের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেন, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র প্রথম স্ত্রী অর্থাৎ হযরত উম্মে নাসের (রা.)-র পিতা ছিলেন। সেসূত্রে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নানা ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেব এক বন্ধুর কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির কথা শোনামাত্রই বলেন, এত বড়ো

দাবিদার মিথ্যাবাদী হতে পারে না। অর্থাৎ আমার অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজনই নেই; এই দাবিই এত বড়ো যে, আমার আর কোনো দলিল শোনার প্রয়োজন নেই। আমি স্বীকার করছি, তিনিই মসীহ্ মওউদ; আর তিনি (রা.) স্বল্প সময়ের ভেতর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার নাম নিজের বারোজন হাওয়ারি বা শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর তার আর্থিক কুরবানী এত উচ্চ মানে উপনীত ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে লিখিত সনদ দিয়েছিলেন, আপনি জামা'তের জন্য এত পরিমাণ আর্থিক কুরবানী করেছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার আর কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। যদিও তার কুরবানী করা অব্যাহত ছিল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই যুগের কথা আমার মনে আছে যখন গুরুদাসপুরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল আর এর জন্য তাঁর (আ.) অর্থের প্রয়োজন ছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুটি স্থানে লঙ্গরখানা চলছে, একটি কাদিয়ানে আর অন্যটি এখানে গুরুদাসপুরে; [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপস্থিতির কারণে সেখানেও লোকজন আসত, তাদেরকে খাবারও পরিবেশন করা হতো;] এছাড়া মামলা পরিচালনায়ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তাই বন্ধুগণ! আর্থিক সহায়তার প্রতি মনোযোগী হোন। অর্থাৎ ব্যয়ভার মেটানোর জন্য চাঁদা দিন। হযরত সাহেবের এই আহ্বান যখন ডাক্তার সাহেবের কর্ণগোচর হয় তখন ঘটনাচক্রে সেই দিনই তিনি প্রায় সাড়ে চারশ রুপি বেতন পান যা সেই যুগে অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল। তিনি সম্পূর্ণ বেতন তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। এক বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ঘরের প্রয়োজনে কিছু রেখে দিন। তখন তিনি অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব বলেন, খোদার মসীহ্ লিখেছেন, ধর্মের জন্য (অর্থের) প্রয়োজন; তাহলে আমি কার জন্য অর্থ রাখব? মোটকথা ডাক্তার সাহেব ধর্মের জন্য কুরবানীর ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বাধা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন আর তাঁকে বলতে হয়, এখন আর আপনার কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এগুলো সেসব দৃষ্টান্ত যা পুরোনো যুগের সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সকল খিলাফতের যুগে এসব দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেরই আরো দুই-একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। কাদিয়ানে হিজরতকারী হযরত সূফী নবী বখশ সাহেব বলেন, আমি একবার সালানা জলসায় যোগ দেই আর নিবেদন করি, আমি একান্তে বা আলাদাভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে কিছু নিবেদন করতে চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ভেতরে চলে এসো। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে সেই জানালা খোলা ছিল, অর্থাৎ যেই দরজা দিয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন সেটি খোলা ছিল, আর আমার সাথে আরো কতিপয় বন্ধু ভেতরে চলে আসেন। আমি নিবেদন করি, (আমার) পিতা বলেন, আমরা ছেলেকে ভালো ও উন্নত পড়ালেখা শিখিয়েছি। কিন্তু চাকরি হবার পর থেকে সে আমাদের কোনো সেবা করে নি। অর্থাৎ পিতার অভিযোগ হলো, ছেলেকে এতো ভালো শিক্ষাদীক্ষা দিলাম অথচ আমাদের কোনো সেবা সে করছে না। আর্থিক সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তা করে না। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, পিতা এই কথা বলেন, ভালো পড়ালেখা করালাম অথচ কোনো সেবা করছে না; আর (আমার) স্ত্রী বলে যে, ভালোই আহমদী হয়েছে! আমার কাছে যে গহনা ছিল সেটাও বিক্রি হয়ে গেছে! প্রতিটি জিনিস গিয়ে

চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। [হয়ত ঘর চালানোর জন্য তাকে গহনা বিক্রি করতে হয়েছে অথবা প্রয়োজনের সময় এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকবে যার কারণে গহনা বিক্রি করতে হয়েছে। এ বিষয়ে স্ত্রীর অভিযোগ ছিল।] তিনি বলেন, বাবাও অভিযোগ করে আর স্ত্রীরও অভিযোগ রয়েছে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে তিনি নিবেদন করেন, এখন আমি কাদিয়ানে এসেছি; এখানকার দৃশ্য আমি দেখছি যে, এই জামা'তের সেবা করার জন্য আপনার শিষ্যরা হাজার হাজার রুপি কুরবানী করছে। আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দ্বিগুণ তিনগুণ বেতন প্রদান করেন আর আমি আপনার সেবা করতে পারি। অর্থাৎ সেই সমস্ত অভিযোগের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের দৃষ্টান্ত দেখে আমার অন্তরে এর চেয়ে অধিক দান করার বাসনা জাগে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন, তিনি অন্য দেশে চাকরি পেয়ে যান আর বেতনও বৃদ্ধি পায় আর তিনি আর্থিক সাহায্যও করেছেন এবং নিজ পরিবারেরও সাহায্য করেছেন।

সেসব পুণ্যবান মানুষ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে কল্যাণে সে–যুগে বিরাজমান জাগতিকতার মোহ ছিন্ন করে কুরবানী করছিলেন আর আজও এসব দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যখন বর্তমান যুগে জাগতিকতা আরো বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাসত্ত্বেও খোদা তা'লার পথে তারা কুরবানী করে থাকে। আজও আমরা কতক দরিদ্র মানুষের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই; আফ্রিকার কিছু মানুষ নিজেদের ঘটনা লিখে পাঠায়। কিন্তু আমি প্রথমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের দরিদ্র ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

হযরত কাজী কমরুদ্দীন সাহেব (রা.) সাঁঈ দেওয়ান শাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমিও মাঝে মাঝে সাঁঈ সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করতাম, আপনার কাদিয়ান যাবার কি বিশেষ কোনো কারণ আছে? তিনি অনেক বেশি কাদিয়ান যেতেন। যেখানে তার গ্রাম ছিল, সাঁঈ সাহেব সেই গ্রাম হয়ে তবেই যেতেন। কাজী সাহেবের গ্রাম হয়ে যেতেন আর সেখানেই রাত্রিযাপন করতেন। তিনি (রা.) বলেন, সাঁঈ দেওয়ান শাহ নারোয়ালের অধিবাসী ছিলেন আর পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যেতেন। এই সফর ছিল বেশ দীর্ঘ; এই পথ সফর করে তিনি যেতেন অর্থাৎ নারওয়াল থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত যেতেন। তিনি (রা.) বলেন, সবচেয়ে ছোটো রাস্তা নিলেও দূরত্ব প্রায় একশ মাইল পথ ছিল যা তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। তিনি সাঁঈ সাহেবকে বলেন, আপনি কি কোনো বিশেষ কারণে কাদিয়ান যাচ্ছেন নাকি কেবল [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে] সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন? জবাবে সাঁঈ সাহেব বলেন, আমি দরিদ্র মানুষ। প্রথমত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করার আগ্রহে যাই। দ্বিতীয়ত, আমি দরিদ্র মানুষ যার কারণে অন্যরা অর্থাৎ ধনীরা যেভাবে শত-সহস্র রুপি চাঁদা দেয় সেভাবে আমি দিতে পারি না। কাদিয়ান যাই যেন মেহমানখানার চৌকি বানাতে পারি আর এভাবে আমার ওপর থেকে চাঁদার দায়ভার নেমে যায়। অর্থাৎ বিনামূল্যে চৌকি বানাব আর এভাবে চাঁদার বোঝা নেমে যাবে। চাঁদা না দেবার কারণে আমার যে মনোকষ্ট রয়েছে, সেই বোঝা হালকা হয়ে যাবে। চৌকি বানানোর মাধ্যমে আমি প্রশান্তি পাই। অতএব, যখন আমি অতিথিশালার চৌকি বানাই তখন আমার এই ভেবে প্রবোধ লাভ হয় যে, এই কাজ করে দেওয়াই আমার চাঁদা দেবার বিকল্প।

অতএব সে–যুগে গরীব লোকদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা ছিল। এই যুগেও আমরা দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের হৃদয়ে এই মানের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। দূর-দূরান্তের দেশসমূহে বসবাসকারী মানুষ, যারা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত

সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের মাঝে আর্থিক কুরবানী করার আগ্রহ বিস্ময়কর। চৌদ্দশ বছর পূর্বের আবেগ তাদের মাঝে আমরা দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ যুগে যাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তাদের প্রেরণা ও চেতনা আমরা দেখতে পাই। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝে এই প্রেরণা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার কল্যাণে নব ঈমানী চেতনার ফল এটি।

মার্শাল আইল্যান্ডের মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, লাদরি আইযাক সাহেবা নামক একজন নিষ্ঠাবান কর্মী জামা'তের লঙ্গর চালানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন যেখানে প্রতিদিন দুই বেলার খাবার প্রস্তুত করা হয়। তিনি নিয়মিত আসেন, রান্না করেন এবং জামা'তের সেবা করেন। কিন্তু যখনই তিনি মাসিক ভাতা পান তখনি সর্বপ্রথম তিনি নিজের এবং নিজের পাঁচ নাতি-নাতনির নামে আর্থিক কুরবানী করেন। জামা'তের মাঝে তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সব থেকে বেশি। মুরব্বী সাহেব বলেন, তার ঘর দেখে বুঝা যায় খুবই দরিদ্র পরিবার, কিন্তু তারা এমন পরিবার যাদেরকে দেখে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণময় সেই উক্তি মনে পড়ে যায় যে, 'খোদাভীরু মানুষ সেই প্রকৃত সুখ একটি কুঁড়ে ঘরেও লাভ করতে পারে যা জগতপূজারী, কামনাবাসনার মোহে আচ্ছন্ন লোকেরা সুউচ্চ অট্টালিকাতেও পায় না'।

একইভাবে লরিন সাহেবা সেখানকার অন্য এক ভদ্রমহিলা যিনি মার্শাল আইল্যান্ড জামা'তের লঙ্গরখানায় কাজ করেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করিয়ে বলি, বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের চাঁদা আগের বছর থেকে কম। এরপর জুমুআর নামায শেষে লরিন সাহেবা অফিসে আসেন আর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা উপস্থাপন করেন যেন আমরা পূর্বের বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারি কিংবা তার থেকে বেশি আদায় করতে পারি।

কাযাখিস্তান জামা'তের মোবাল্লেগ সাহেব আয়ান আব্রাইফ সাহেবের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আয়ান সাহেব বলেন, আমি আমার জীবনে এমন সময়ও দেখেছি, যখন আমার কাছে রুটি কেনারও টাকা ছিল না। আমাকে পানাহারের সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ধার করতে হতো আর আমার স্ত্রী চিন্তায় থাকতেন যে, সামনে কীভাবে দিন অতিবাহিত হবে? তিনি বলেন, কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও আমি চাঁদা দেওয়া শুরু করি আর এখনও আমার রীতি হলো, যখনই আমার কাছে টাকা আসে সর্বপ্রথম আমি চাঁদা প্রদান করি। তবে আমার প্রতি খোদা তা'লার বিস্ময়কর অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার হলো, যখনই আমি চাঁদা প্রদান করি খোদা তা'লা এর চেয়ে উত্তম আর্থিক উৎসের ব্যবস্থা করে দেন। আমার স্ত্রী কখনও কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এই অর্থ কোথা থেকে এলো? তখন তাকে আমি এটিই বলি যে, এগুলো হলো চাঁদার কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, তখন আমি তোমাকে দান করব, বাড়িয়ে দেবো, আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেন।

ক্যামেরুনের মারওয়া শহরের নিকটবর্তী একটি জামা'ত রয়েছে, সেখানে মুহাম্মদ ইউসুন সাহেব নামে একজন বন্ধু বলেন, আমি খুবই দরিদ্র ছিলাম, মানুষের খামারে কাজ করতাম। কিন্তু আহমদী হবার পর আমি চাঁদা দেওয়া শুরু করি এবং চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা শুধু আমার চাঁদা কবুলই করেন নি, বরং আমাকে এত পরিমাণ দান করেছেন যে, এখন আমার নিজস্ব খামার আছে। এই বিষয়টি আমাকে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তা

(কুরবানী) কবুল করেছেন, কেননা খোদা তা'লা আমাকে অগণিত পরিমানে দান করেছেন এবং আমাকে খামারের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। একসময় আমি খামারে মজদুরী করতাম আর এখন আমি খামারের মালিক।

নাইজার একটি দরিদ্র জামা'ত। সেখানকার মুবাল্লেগ সাহেব লেখেন, একজন আহমদী লাওলী সাহেব। তিনি বলেন, আমি 'টাইগারনেট' চাষ করি; (যদিও) আমি মুখে বলি নি, আমি এর এক-দশমাংশ চাঁদা প্রদান করব, তবে মনে মনে (দেবার) সংকল্প করি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ফসল লাগানোর পর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আর ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দেয়; [এই ফসলের জন্য বেশি পানি প্রয়োজন হয় না]। আশেপাশে যেসব প্রতিবেশি ছিল তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর উৎপাদনও অনেক কম হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার ফসলে এতটাই বরকত দান করেন যে, যেখানে মানুষ আমার থেকে বেশি জমিতে পাঁচ-ছয় ব্যাগ শস্য পেত, সেখানে আমি দশ ব্যাগ বা দশ বস্তা পাই, বরং আমার জমি থেকে এগারো বস্তাও (শস্য) পেতে থাকি। আর এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন দামও বেড়ে যায় এবং মানুষ বাজারে ফসল বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভ করতে পারে, কিন্তু তিনি অর্থের লোভ করেন নি। তিনি মনে মনে আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন এবং কাউকে বলেন নি, আর যেহেতু তিনি মনে মনে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন সে জন্য আল্লাহ্র খাতিরে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সেই একাদশ বস্তা যা তিনি জামা'তকে চাঁদা হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন তা দিয়ে দেন এবং সম্পদের ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। সুতরাং এরা সেসব ত্যাগী মানুষ যাদের আমরা আজও আহমদীয়া জামা'তে দেখতে পাই এবং প্রতিটি দেশে একই চিত্র বিদ্যমান।

গাম্বিয়ার একটি জামা'ত হলো ইউরোবাওয়েল। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, কোনো একটি উৎস থেকে তিনি কিছু টাকা পান যা তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন। একটি অংশ চাঁদা আদায়ের জন্য রাখেন এবং অপরটি ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য রেখে দেন। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ ছিল– তা হারিয়ে যায়। তখন তার কাছে শুধু চাঁদা আদায়ের জন্য আলাদা করে রাখা অর্থ অবশিষ্ট ছিল যা তিনি ব্যয় করতে পারতেন, কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি চাঁদার অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন নি। তার ওপর সম্পদের মোহ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি আর তিনি কোনো অজুহাতও তৈরি করেন নি যে, সেটি হারিয়ে গেছে, এজন্য এটি থেকে অর্ধেক ব্যয় করে ফেলি। তিনি বলেন, না; যে অর্থ আমি চাঁদা প্রদানের জন্য পৃথক করে রেখেছিলাম, সেটি আমি চাঁদা হিসেবে প্রদান করব; আর বলেন, তা আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ ব্যবহার করেন (দেখুন), কিছুদিন পরেই সে হারানো অর্থ তিনি ফিরে পান আর তার চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যখন চাহিদা থাকে তখন অর্থের মোহ আবশ্যিকভাবেই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মানুষের পরম নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা আবশ্যিকভাবে পূর্ণ করবেন।

এরপর আরেকটি ঘটনা রয়েছে যেখানে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও ভালোবাসা কুরবানীর ওপর প্রাধান্য পায় নি। নাইজারের মারাভি অঞ্চলের একটি জামা'ত, সেখানকার আহমদ সানি সাহেব নামক ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়কারী একজন ব্যক্তি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করেন। এ বছর সে অঞ্চলে বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, এ কারণে লোকেরা বেশি চাঁদা আদায় করতে পারবে না। কিন্তু তিনি অর্থাৎ

সানি সাহেব বলেন, নিঃসন্দেহে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসলাদি নষ্ট হয়েছিল; বন্যার কারণে ফসলাদি ভালো হয় নি, কিন্তু এ কারণে তিনি চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি রাখবেন না। পূর্বে যে পরিমাণ চাঁদা প্রদান করতেন তার চেয়ে বেশি প্রদান করেছেন।

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে– এ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা। নাইজারের একটি জামা'ত হচ্ছে ডিবসু। সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে ফসলাদির ওপর খুব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। [কোথাও অতিবৃষ্টি বা কোথাও অনাবৃষ্টি হচ্ছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলছে। আফ্রিকায় আমাদের বেশিরভাগ জামা'ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া বর্তমানে সেখানকার দেশগুলোর রাজনৈতিক চিত্রও অত্যন্ত মন্দ। দ্রব্যমূল্য গগনচুম্বী।] এ অবস্থা দেখে মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি চিন্তিত ছিলাম, এ সকল লোকদের নিকট তো অর্থ নেই, তারা চাঁদা কোথা থেকে দেবে? কিন্তু গ্রামবাসীদের যখন এ কথা বললাম যে, ওয়াকফে জাদীদের বছর এখন শেষ হচ্ছে, তখন সেখানকার শাফি' আংগু নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, প্রতি বছর আমরা নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করে থাকি আর এমন কোনো বছর অতিক্রান্ত হয় নি যে বছর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের (এর বদৌলতে) বাড়িয়ে প্রদান করেন নি। চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পুরস্কৃত করেন আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়। অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা ভালোভাবে (জীবনধারণ করে) থাকি। তাই আমরা পিছপা হব না আর আমরা চাঁদা প্রদান করব, আর (এভাবে) তারা চাঁদা প্রদান করেন। এখানেও অভিন্ন কথা, অর্থের প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় নি।

তানজানিয়ার এক বন্ধু ইব্রাহিম সাহেব বলেন, যখন থেকে আমি চাঁদার কল্যাণ সম্পর্কে জানতে পারি তখন থেকে আমি মাসিক (আয়ের) একটি বিশেষ অংশ আর্থিক কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করি। আর এর কল্যাণে আমার কাজে উন্নতি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমার রিযক বৃদ্ধি করে দেন। তিনি বলেন, একবার মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে চাঁদার বিষয়ে বলেন, আমার নিকট তখন কিছু অর্থ ছিল যা আমি একটি কাজের জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম। একটি ব্যাবসায়িক কাজের জন্য সে অর্থ জমিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাহরীক হওয়ামাত্রই আমি সে অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। আর পরবর্তী দিন যার নিকট থেকে আমার মালামাল ক্রয় করার কথা ছিল সে আমাকে ফোন করলে তাকে বললাম, আমার নিকট এখন টাকা নেই। এজন্য তোমার নিকট থেকে যে মালামাল ক্রয় করার কথা ছিল তা নিতে পারব না। এ কথা শুনে সেই বিক্রেতা আমাকে বলল, কোনো সমস্যা নেই। তুমি যে মালামাল ক্রয় করতে চেয়েছিলে তার অর্ধেক অর্থ তো পরিশোধ হয়ে গিয়েছে, আর বাকিটা তুমি পরে দিয়ে দিয়ো। তিনি বলেন, আমার জানা নেই, সেই অর্ধেক অর্থ কে, কোথা থেকে পরিশোধ করেছে। আজ পর্যন্ত এ রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি। আল্লাহ্ তা'লা কখনো কখনো এমনভাবেও সাহায্য করেন যে, কেউ জানতেও পারে না।

কিছু লোককে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানী করার ফলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চেক রিপাবলিকের একজন স্থানীয় খাদেম বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আশ্চর্যজনকভাবে আর্থিক কুরবানীর দর্শন বুঝাচ্ছেন। আর্থিক কুরবানীর বদৌলতে আমি এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছি। আমি নিজের সঙ্গী শিক্ষার্থীদের দেখি, তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; কিন্তু আমি খুবই শান্তিতে আছি। প্রত্যেকে যেখানে অর্থ সঞ্চয় করতে ব্যস্ত সেখানে খোদার কৃপায় যে অর্থই আমার হাতে আসে সেটা আল্লাহ্‌র পথে কুরবান করে দেওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমার বন্ধুরা বলে, এর কোনো উপকারিতা নেই। কিন্তু

আমার খোদা সাক্ষী, আমার জীবন এর সাথে সম্পৃক্ত। আমি আমার পড়ালেখা অনুসারে চাকুরি খুঁজছিলাম। সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। খোদার অনুগ্রহে চাঁদার বরকতে সেটা দূর হয়ে গেছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, আল্লাহ্ তা'লা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পূর্বে আমার পকেট সব সময় শূন্য থাকতো, এখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমার পকেট সব সময় পূর্ণ থাকে। চাঁদাও দেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনোভাবে সেটা পূরণ করে দেন।

ভারত থেকে একজন ইন্সপেক্টর লেখেন, একজন বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে চব্বিশ হাজার রুপিয়া দেবার ওয়াদা করেছেন। কয়েকদিন অবশিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে এই টাকা দিতে হবে। আমি তাকে বললাম, এটি ওয়াকফে জাদীদের বছরের শেষ সময়। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এখন দেবেন নাকি পরে দেবেন। তিনি বলেন, খোদার প্রতি ভরসা করে দিয়ে দিচ্ছি; আর ওই টাকা চাঁদা খাতে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন উল্লেখিত ব্যক্তি ফোন দিলেন। ব্যাবসার একটি বড়ো অংকের টাকা কোথাও আটকে ছিল, সেটি হঠাৎ পেয়ে গেলাম এবং পুরো টাকা তো পাওয়া যায় নি, কিন্তু এর মধ্য থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা হস্তগত হয়েছে। সেই ব্যক্তি কথা দিয়েছে, অবশিষ্ট টাকাও দ্রুত দিয়ে দেবেন। লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে বলছেন– তুমি আমার জন্য অর্থের মোহ পরিত্যাগ করছো এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে জামা'তের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছো; তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন। আহমদীয়া জামা'তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত খরচাদি হচ্ছে (সে বিষয়ে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীতে কোনো নবী এমন অতিবাহিত হন নি যিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করার জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন নি। আহমদীয়া জামা'তকেও জামা'তের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন তাহরীক করতে হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পুরোটাই কেন্দ্রে চলে আসে। অন্য খাতের চাঁদা স্থানীয় দেশগুলোতেই ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু আফ্রিকার দেশসমূহের মানুষ এতটা স্বচ্ছল নয়; যদিও তারা চাঁদা আদায় করে কিন্তু ব্যয়ভার অনেক বেশি। বিশ্বজুড়ে আমাদের বহু মিশন রয়েছে, মসজিদ রয়েছে। শুধু আফ্রিকাতে আজ পর্যন্ত সাত হাজার নয়শ তিপ্পান্নটি মসজিদ রয়েছে। তিনশ ছয়টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। একইভাবে প্রত্যেক বছর ডজন ডজন মসজিদের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। আঠারোশ ষাটটি (১৮৬০) মিশন হাউস চলমান রয়েছে। কিছু ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কিছু নিজস্ব। আমাদের প্রায় চারশজন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ সেখানে কাজ করছেন। দুই হাজারের বেশি মোয়াল্লেম কাজ করছেন। এছাড়া কাদিয়ান রয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ রয়েছে, বিভিন্ন দ্বীপ রয়েছে যাদের কেন্দ্র থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাদের আয়ে ব্যয়ভার নির্বাহ হয় না। বিভিন্ন মিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য, রানিং এক্সপেনডিচার (বা নিয়মিত ব্যয়) নির্বাহের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। বইপুস্তক প্রচারের জন্য ব্যয়ভার রয়েছে। কখনো কখনো বইপুস্তক এখান থেকেও পাঠানো হয়, বড়ো আকারের পুস্তক বাদে অধিকাংশ পুস্তকাদি পাঠানো হয়। এগুলোর মাঝে অনেক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ছোটো ছোটো পুস্তক তো বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কিছু বইপুস্তক সেখানেও প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত অর্থ ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে দিয়ে যাচ্ছেন। কখনো কখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়, এ বিস্তৃত কর্মকাণ্ড, এতো খরচ হচ্ছে, অথচ আয় স্বল্প! এখন তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা যদি একত্রও করা হয় যার পুরোটা কেন্দ্রে আসে, তা ত্রিশ-একত্রিশ মিলিয়ন পাউন্ড দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই অংক একশ ছয়টি দেশের মিশনকে প্রদত্ত

বাৎসরিক বরাদ্দের প্রায় সমান। এয়াড়া বিভিন্ন জামেয়া রয়েছে যার ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এমটিএ-র জন্যও কয়েক মিলিয়ন (পাউন্ড) ব্যয় হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রের ব্যয়ও নির্বাহ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল ব্যয়ভার এমনভাবে পূরণ করছেন যা বোধগম্য নয় যে, কীভাবে নির্বাহের ব্যবস্থা করছেন। কখনো কখনো চিন্তা হয়, এত বেশি খরচ কীভাবে নির্বাহ হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে সকল ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন, আর এতে কখনো ঘাটতি পড়তে দেন নি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই মিশন চলমান রয়েছে, কাজ চলমান রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, আমি তোমাকে অর্থসম্পদ প্রদান করব। আল্লাহ্ তা'লা সেই অর্থ যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা জামা'তকে অর্থ সঠিকভাবে খরচ করার তৌফিক দিতে থাকুন, সঠিকভাবে ব্যয় করার তৌফিক দান করুন আর কখনো যেন এতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের জন্য এটি সম্ভব নয় যে, তোমরা সম্পদকেও ভালোবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও (ভালোবাসবে)। কেবল একটিকে ভালোবাসতে পারো। সুতরাং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালোবাসে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ খোদাকে ভালোবেসে তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে তবে আমি বিশ্বাস পোষণ করি, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় এসে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের একটি অংশ পরিত্যাগ করে সে নিশ্চিতভাবে তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদের প্রেমে মত্ত হয়ে যথাযথভাবে খোদার পথে সেবা করে না যা করা উচিত ছিল, তাহলে সে অবশ্যই সেই সম্পদ হারাবে। মনে কোরো না যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে লাভ হয়, বরং তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসে থাকে। তোমরা সম্পদের কোনো অংশ দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সেবা করে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিতের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছো– এমনটি মনে কোরো না। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তোমাদেরকে এই সেবার জন্য ডাকেন। আর আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমরা সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করো এবং সেবা ও সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি একটি (নতুন) জাতি সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর সেবা করবে। তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, এই কাজ স্বর্গীয় আর তোমাদের সেবা করা কেবল তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থে। সুতরাং এমন যেন না হয়, তোমরা মনে মনে গর্ববোধ করবে এবং এই ধারণা পোষণ করবে যে, আমরাই আর্থিক বা যে–কোনো প্রকার সেবা করে থাকি। আমি বারংবার তোমাদেরকে বলেছি, খোদা তোমাদের সেবার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। তবে হ্যাঁ! তোমাদের প্রতি এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে সেবার সুযোগ দিয়েছেন।

সুতরাং এটি হলো সেই উপলব্ধি ও চেতনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ একশ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর অতিবাহিত হবার পরও এই চেতনা আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে বিদ্যমান। যুবক শ্রেণীর মাঝেও, নবদীক্ষিতদের মাঝেও এটি বিদ্যমান আর তারা ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। কীভাবে তারা এই চেতনাকে সমুন্নত রাখছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পদে বরকত দান করেন আর এর জন্য তারা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়– এ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমি উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অর্থ ও জনসম্পদে সমৃদ্ধি দান করুন। এরই সাথে আমি এ বছরের ওয়াকফে জাদীদের একটি প্রতিবেদনও উপস্থাপন করব যার

মাধ্যমে বুঝা যায়, এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত কী ধরনের কুরবানী করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদের ৬৭তম বছর শেষ হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে। আর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৮১ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করা হয়েছে; (বাংলাদেশি টাকায়- দুইশ বিশ কোটি নয় লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশ ষাট টাকা)। আদায়ের দিক থেকে এটি গত বছরের তুলনায় ৭ লাখ ৩৬ হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্। সামগ্রিক কুরবানী ও আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য। তাদের ও কানাডার মাঝে বেশ কঠিন প্রতিযোগিতা হয়েছে। কানাডাও কুরবানীতে অনেক এগিয়েছে, কিন্তু যুক্তরাজ্য থেকে তারা পিছিয়েই আছে। এরপর তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ এবং দশম বেলজিয়াম।

আফ্রিকায় সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে ঘানা জামা'ত প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর মরিশাস, তৃতীয় স্থানে বুরকিনা ফাসো। এদেশের অবস্থাও অনেক নাজুক, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুরবানী করছেন। সেখানকার অনেক স্থান থেকে রিপোর্ট আসে নি, যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন এবং কঙ্গো কিনশাসা।

ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে পনেরো লক্ষ একানব্বই হাজার। গত বছরের তুলনায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্তানে চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়া নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া এবং কঙ্গো ব্রাজভিলেও সংখ্যা বেড়েছে।

আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে এক নম্বরে আছে ফার্নহ্যাম, দ্বিতীয় উস্টার পার্ক, তৃতীয় ইসলামাবাদ, চতুর্থ ওয়ালসল, পঞ্চম অল্ডারশট সাউথ, ষষ্ঠ অ্যাশ, সপ্তম চিম সাউথ, অষ্টম জিলিংহ্যাম, নবম অল্ডারশট নর্থ এবং দশম ইয়োল।

প্রথম পাঁচটি রিজিয়নের মাঝে এক নম্বরে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে বায়তুল ফুতুহ, মিডল্যান্ডস, মসজিদ ফযল ও বায়তুল ইহসান।

ওয়াকফে জাদীদের আতফাল রেজিস্টারের হিসাব পৃথক হয়ে থাকে, এর মধ্যে যথাক্রমে প্রথম দশটি জামা'ত হলো: অল্ডারশট নর্থ, ফার্নহ্যাম, অ্যাশ, অল্ডারশট সাউথ, বোর্ডেন, চিম সাউথ, ইসলামাবাদ, রোহ্যাম্পটন ভেল, ম্যানচেস্টার নর্থ এবং ওয়ালসল।

কানাডার এমারতগুলোর মাঝে আদায়ের দিক থেকে এক নম্বরে ভন, তারপর যথাক্রমে ক্যালগেরি, পীস ভিলেজ, ভ্যাঙ্কুভার, তারপর টরন্টো ওয়েস্ট, তারপর ব্র্যাম্পটন ইস্ট এবং টরন্টো।

আর কানাডার দশটি বড়ো জামা'ত হচ্ছে: হ্যামিল্টন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, মিলটন ওয়েস্ট, বায়তুর রহমান সিসকাটুন, ডারহাম ওয়েস্ট, রেজাইনা, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, বায়তুল আফিয়াত সিসকাটুন, উইনিপেগ, এরড্রি, লয়েডমিনস্টার, নিউফাউন্ডল্যান্ড।

আর আতফাল রেজিস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য এমারতগুলোর মাঝে ভন হলো প্রথম, তারপর যথাক্রমে টরন্টো ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, পীস ভিলেজ, ক্যালগেরি, মিসিসাগা, ব্রাম্পটন ইস্ট, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, টরন্টো।

জামা'তের দিক থেকে আতফাল রেজিস্টারগুলোর মধ্যে প্রথম হলো ডারহাম ওয়েস্ট, হাদিকায়ে আহমদ, ব্রাডফোর্ড ইস্ট, মনট্রিয়াল ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন ইস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, ইনিসফিল, মিল্টন ওয়েস্ট, উইন্ডসর।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারতের মাঝে প্রথম হলো হ্যামবুর্গ, তারপর যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুর্ট, উইজবাদেন, গ্রস গেরাও এবং রেডস্টেড।

দশটি জামা'তের নাম হলো; [উপরোক্ত নামগুলো ছিল স্থানীয় জামা'তের আর এগুলো জামা'ত;] রোডগাও, নিডা, রোয়েডারমার্ক, ফ্লোরেসহাইম, নুইভিড, কোবলেনয, ওয়েনগার্টেন, পিনিবার্গ, বার্লিন এবং নুয়েস।

আতফাল রেজিস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম হলো উইজবাদেন, তারপর যথাক্রমে হ্যামবুর্গ, হেসেন সাউথ ইস্ট, ওয়েস্টফেলেন এবং ডিটসেনবাখ।

আমেরিকার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেরিল্যান্ড, দ্বিতীয় লস এঞ্জেলেস, এরপর যথাক্রমে নর্থ ভার্জিনিয়া, সিলিকন ভ্যালি, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, শিকাগো, ডালাস, সাউথ ভার্জিনিয়া এবং হিউস্টন।

আতফালদের মধ্যে তাদের দশটি জামা'তের মধ্যে প্রথম হলো সিয়াটল, তারপর ফিলাডেলফিয়া, নর্থ ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া, ক্যারোলাইনা, শিকাগো, অস্টিন, ডালাস, অশকোশ, ডেট্রয়েট এবং মেরিল্যান্ড।

পাকিস্তান জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাদের অবস্থা অনুযায়ী অনেক পরিশ্রম করেছে এবং কুরবানী দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম হলো লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় হলো করাচি।

আর বড়ো জিলাসমূহের অবস্থান দেখলে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় সিয়ালকোট, এরপর যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, সারগোধা, উমরকোট, মুলতান, হায়দ্রাবাদ, মীরপুর খাস।

প্রথম দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, তারপর যথাক্রমে টাউনশিপ লাহোর, দারুয যিকর লাহোর, আযীযাবাদ করাচি, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, সামানাবাদ লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, মুলতান শহর, দিল্লি গেট লাহোর এবং গুজরানওয়ালা শহর।

আতফালদের মধ্যে তিনটি বড়ো জামা'তের মাঝে প্রথম হলো লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় করাচি। আর আতফাল রেজিস্টারের দিক থেকে জিলাসমূহের অবস্থান ক্রমানুসারে প্রথম হলো ইসলামাবাদ, তারপর সিয়ালকোট, এরপর নারোয়াল, উমরকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, মীরপুর খাস, গুজরাত, হায়দ্রাবাদ এবং শেখুপুরা।

কিছু অসাধারণ চেষ্টাসাধনাকারী মজলিস (বা) জামা'তও রয়েছে।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশের মাঝে প্রথম হলো কেরালা, এরপর (পর্যায়ক্রমে) তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, এরপর কর্ণাটক, তেলাঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ।

দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে আছে কোয়েম্বেটর, দ্বিতীয় স্থানে আছে কাদিয়ান, এরপর (পর্যায়ক্রমে) হায়দ্রাবাদ, কালীকট, মাঞ্জেরী, ব্যাঙ্গালোর, মেলাপালায়ালাম, কোলকাতা, কেরেং, কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে ক্যাসেল হিল, এরপর (পর্যায়ক্রমে) মেলবোর্ন লংওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, এরপর মেলবোর্ন ক্লাইড, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, পেনরিথ, পার্থ, অ্যাডিলেইড, অ্যাডিলেইড ওয়েস্ট।

প্রাপ্তবয়স্কদের হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলোর মাঝে ক্যাসেল হিল প্রথম স্থানে, এরপর (পর্যায়ক্রমে) মেলবোর্ন লংওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, পার্থ, অ্যাডিলেইড ওয়েস্ট, ব্ল্যাক টাউন।

আতফালদের মাঝে (জামা'তগুলো) হলো, মেলবোর্ন লংওয়ারেন, পার্থ, প্লাম্পটন, অ্যাডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, মার্সডেন পার্ক, ব্রিসবেন সেন্ট্রাল এবং মেলবোর্ন বেরউইক।

আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীকারীদের অর্থ ও জনসম্পদে অশেষ কল্যাণ দান করুন। এই দোয়াও করুন, এই ২০২৫ সাল যেন জামা'তের জন্য কল্যাণময় বছর হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানে উগ্রপন্থি বিভিন্ন দল রয়েছে, প্রায়শ তাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং কতক স্থানে জামা'তের বিরোধিতায় আইনের ছত্রছায়ায় তারা সকল প্রকারের অত্যাচার করার অপপ্রয়াস চালায়। (এদের কাছে থেকে) না কবরস্থান সুরক্ষিত, না ঘরবাড়ি সুরক্ষিত। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত এই অত্যাচারীদের ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন, সকল আহমদীকে নিজ নিরাপত্তায় রাখুন। রাবওয়ার প্রতিও এই লোকদের কুদৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এর সুরক্ষাও অব্যাহত রাখুন। কিছুকাল পূর্বে আমি দরূদ শরীফ এবং কতক দোয়ার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এর প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদী এবং বিশ্বের সকল আহমদী মনোযোগ দিন।

বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উগ্রপন্থিদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। সিরিয়াতেও এখন নতুন সরকার এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও আহমদীদের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং নিজ সুরক্ষা-বলয়ে রাখুন। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ রয়েছে, আফ্রিকার দেশসমূহ রয়েছে; প্রতিটি স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের নিজ সুরক্ষায় নিরাপদ রাখুন। প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো, এজন্য বিশেষ করে নিজেও অনেক দোয়া করুন– নিজ দেশের জন্যও এবং পাকিস্তানের বাইরে যারা বসবাস করেন (তারা) পাকিস্তানের জন্যও (দোয়া করুন)। বিশ্বের সাধারণ অবস্থা এবং যুদ্ধপরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এর কুপ্রভাব থেকে প্রত্যেক নিষ্পাপ এবং নির্যাতিতকে রক্ষা করুন।

নতুন বছর উপলক্ষ্যে এই লোকেরা বড়োই উৎসব উদযাপন করে, আতশবাজির প্রদর্শনী হয়, আতশবাজি পোড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের আনন্দ খোঁজে, অন্যের বেদনার প্রতি কোনো অনুভুতি নাই। গরিবদের, গরিব জাতিসমূহের, নির্যাতিত মানুষদের (ওপর) শক্তিধর জাতিসমূহ অত্যাচার করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই বছর এসব শক্তিধর জাতিসমূহের দূরভিসন্ধিও ধূলিসাৎ করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে যেন আমরা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এর সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)